মেদিনীপুরের নক্সা বড়ির আজও সমাদর, পাড়ি দিচ্ছে ভিন রাজ্যে

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেদিনীপুর ঃ নক্সা বড়ি,যার সাথে মেদিনীপুরের নাম জড়িয়ে রয়েছে। প্রাচীন কাল থেকে শীত পড়লে মা, কাকিমার বাড়ির ছাদে বা উঠানে বসে নানা ধরণের বড়ি তৈরি করতেন। সেই থেকে বড়ি তৈরি হয়ে আসছে। তবে বর্তমান সময়ে বড়ি তৈরির প্রসার ও সমাদর বেড়ে গিয়েছে। এখানে শুধু তৈরি নয়, সেই সাথে ব্যবসায়িক মুখও দেখছেন তাঁরা। শীত পড়া মাত্রই বাড়িতে বাড়িতে শুরু হয়ে গিয়েছে বিভিন্ন ধরণের বিভিন্ন সাইজের বড়ি। বাড়ির লোকদের খাওয়ানোর পাশাপাশি আত্মীয় পরিজনদেরও প্লেটে নক্সা বড়ি তুলে ধরছেন গৃহস্থের মানুষজন। এমনকি জেলার তৈরি বড়ি পারি দিচ্ছে বিদেশেও। বাংলার অত্যন্ত জনপ্রিয় গহনা বড়ির অস্তিত্ব ধরে রাখার লড়াইয়ে পিছপা হতে চাইছেন না মেদিনীপুরের মানুষ। জেলার বিস্তীর্ণ এলাকায় শুরু হয়েছে গহনা বড়ি বা নক্সা বড়ি তৈরির কাজ। দশকের পর দশক ধরে বংশ পরম্পরায় এই কাজ করে চলেছেন এলাকার বাসিন্দারা। বিউলির ডাল শিলনোড়া বা মিক্সিতে বেঁটে বিভিন্ন মশলা মিশিয়ে, পোস্ত, তিল বা সুজির উপর নকশা করে জিলিপির মতো দেওয়া হয় বিভিন্ন আদলে। দিন ৩/৪ রোদ খাওয়ানোর পর তা বাজারজাত করা হয়। যার প্রতিটির বাজার মূল্য ৩ থেকে ৪ টাকা। ৫ টা, ১২ টা করে একটি প্যাকেট বন্দি হয়ে বাজারে চলে যায়। যাঁরা দৈনন্দিন কাজে ব্যস্ত বড়ি তৈরি করার সময় পাননা তাঁরাই বাজার থেকে বড়ি নিয়ে গিয়ে নিজেদের পাশাপাশি আত্মীয় পরিজনদের পাতে তুলে ধরেন। অল্প সময়ে মধ্যে খাবারের ব্যবস্থা করা যায় তাই শীতের অন্যান্য খাবারের পাশাপাশি বড়িটাকেই অনেকে গৃহস্থের মহিলা পছন্দ করে ঘরে নিয়ে যাচ্ছেন। গৃহবধূ মৌমিতা বেরা জানান, খুব ছোটবেলা থেকে মা-ঠাকুমারা বড়ি বানাতেন, দেখতাম। তাঁদের দেখে আস্তে আস্তে নিজেও বানাতে শুরু করি। আগে অল্প কিছু ডিজাইনের বড়ি তৈরি হলেও বর্তমানে নানা ডিজাইনের নক্সা বড়ি তৈরি হচ্ছে। শীত এলেই মনে পড়ে যায় বড়ি তৈরির কথা। সপ্তাহ দুয়েক আগে থেকেই বড়ি তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। বাড়ির পাশাপাশি প্রতিবেশীদের আবদার মেটানোর জন্য তাঁদেরও বড়ি তৈরি করে দিতে হয়। নিজেরও খুব ভালো লাগে। তাই প্রতিবছর বড়ি তৈরি করে থাকি।

কাঁথির কে বা কারা জড়িত জানতে আগ্রহ শহর জুড়ে

অস্বাভাবিক মৃত্যুর এক সপ্তাহ পরেও একজনও গ্রেফতার না হওয়ায় প্রশ্ন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁথি, কোতয়ালি ঃ আসামীরা কেন সাতদিন পরেও ধরা পড়লো না তাই নিয়ে ক্ষোভ বাড়ছে। এর পাশাপাশি তরুণ আইনজীবী প্রসুন দাসের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় কে বা কারা জড়িত আছে স্পষ্ট করে জানতে চাইছেন কাঁথির মানুষ। তবে এই প্রশ্নের উত্তর কিভাবে , কোথা থেকে মিলবে জানেনা কেউই। ফলে মাত্র ৩২ বছর বয়সে গভীর ষড়যন্ত্রের শিকার এই প্রতিভাবান আইনজীবীর মৃত্যু রহস্য আদৌ উদ্ঘাটন হবে কিনা তাই নিয়েও প্রশ্ন শহর জুড়ে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাঁথির পুরানো দিঘা বাসস্ট্যান্ডের অধিবাসী পরিবহন ব্যবসায়ী শান্তনু দাসের একমাত্র পুত্রসন্তান ছিলেন প্রসুন ওরফে পাপাই দাস। পশ্চিম মেদিনীপুরের গোতার বাসিন্দা অরুণ দে ও মনোরমা দের একমাত্র কন্যা সন্তান অয়না দে ওরফে লিজা। প্রসঙ্গত, মেদিনীপুরে বাড়ি হলেও মনোরমাদেবী রাজ্য সরকারের মৎস্য দফতরের কর্মী হওয়ার সুবাদে দিঘায় থাকতেন তার পরিবার। মেদিনীপুর ল কলেজে আইন পড়তে গিয়ে আলাপ প্রসুন ও অয়নার। তারপর প্রণয় ও ২০১২ সালে বিয়ে হয়। এরপর মাত্র পাঁচ বছরের বৈবাহিক জীবনে কি এমন ঘটলো যার কারণে পাঁচ-ছয় মাস আগে কাঁথির আঠিলাগড়িতে বাড়ি ভাড়া নিয়ে আলাদা থাকতে শুরু করেছিলো অয়না। এরপর আরও কি ঘটে যার কারণে

দেবীপ্রসাদ ও অয়না। ফাইল চিত্র।

প্রকল্পিতভাবে খুন হতে হয় প্রসুনকে এবং সেই হত্যার ঘটনায় তার প্রেমিকা স্ত্রী অয়না-সহ সহপাঠী মেদিনীপুর আদালতের তিন আইনজীবী দেবী প্রসাদ চক্রবর্তী, রঞ্জন মাইতি ও অনিরুদ্ধ দে অভিযুক্তদের তালিকায় উঠে আসে। এমন হাজারোও বিষয় নিয়ে প্রশ্ন উঠছে শহর জুড়ে। সেই সাথে প্রশ্ন উঠছে হত্যার অভিযোগ কোতয়ালি থানায় জমা পড়ার পর দুই তিন দিন কেটে গেলেও পুলিশের সক্রিয়তা ধরা না পড়ায়। ফলে রহস্য ক্রমশ ঘনীভূত হয়েছে কাঁথির মানুষের মনে। মৃত প্রসুন দাসের বাবা শান্তনু দাস কোতয়ালি থানায় বৌমা অয়না দাস, ছেলের শ্বশুর অরুণ দে, শাশুড়ি মনোরমা দে-সহ তিন সহপাঠী আইনজীবী দেবী প্রসাদ চক্রবর্তী, রঞ্জন মাইতি ও অনিরুদ্ধ দের বিরুদ্ধে ভারতীয় দন্ডবিধি ১২০বি, ৩০২, ৫০৬ ও আইপিসি ৩৪ ধারায় অভিযোগ করেছেন। এরপর দুই-তিন দিন কেটে গেলেও কোন অভিযুক্ত ধরা পড়েনি। মৃত প্রসুন দাসের পরিবারের দাবি, তাঁরা জানতে পেরেছেন অভিযুক্ত তিন আইনজীবীকে সোমবারও মেদিনীপুর আদালতে দেখা গেছে। উল্লেখ্য, গত ২৪ তারিখ গড়বেতা আদালত মামলার কাজে গিয়ে এই দিন রাতে মেদিনীপুরের শরৎপল্লীতে দেবীপ্রসাদ চক্রবর্তীর ভাড়া বাড়িতে ছিলেন প্রসুন। মৃতের দাদা পার্থসারথী দাসের দাবি, সম্ভবত অয়নার কিছু অবৈধ ঘটনা মেনে নিতে না পারার কারণেই ভাইয়ের সাথে মনোমালিন্য। তাঁর আরও দাবি, সম্ভবত সেই অবৈধ ঘটনার চরিত্রের প্রসুনের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনার সাথে জড়িত। তবে এই ঘটনায় কে বা কারা জড়িত, কেন ভাইকে এইভাবে চলে যেতে হল সবটাই পুলিশ তদন্তে সক্রিয়তা দেখালেই স্পষ্ট হয়ে যাবে দাবি জোঠতুতো দাদা পার্থসারথী দাসের। তদন্তের গতি প্রকৃতি নিয়ে কোতয়ালি থানা কোন মুখ না খোলায় রহস্য বাড়ছে লাফিয়ে লাফিয়ে।

ডাকাতি করতে এসে অস্ত্রসহ ধৃত তিন দুষ্কৃতী

নিজস্ব সংবাদদাতা, ভগবানপুর ঃ গভীর রাতে ডাকাতি করতে এসে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে গেল তিন দুষ্কৃতী। তবে এই দলের আরও তিনজন পুলিশ আসার আগেই আত্মগোপন করে। ধৃতদের থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্রসহ ডাকাতির জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন সামগ্রী উদ্ধার করেছে পুলিশ। ধৃত অনন্ত জানা, সেখ রেজাউল ও হাজরাকে সোমবার কাঁথি মহকুমা আদালতে হাজির করে পুলিশ। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ভগবানপুর থানা এলাকার যাদবপুরে গভীর রাতে দুটি মোটরসাইকেলে চড়ে ছয় জন অপরিচিত ব্যক্তি হাজির হওয়ায় স্থানীয়দের সন্দেহ হয়। তাঁরা সাথে সাথে ভগবানপুর থানায় জানান। খবর পেয়েই ভগবানপুর থানার ওসি মনোজ ওঝার নেতৃত্বে পুলিশবাহিনী অভিযান চালায়। পুলিশি অভিযানের ঘটনা আঁচ করে একটি মোটর সাইকেলে চেপে তিন দুষ্কৃতী পালিয়ে গেলেও ধরা পড়ে যায় তিনজন। ভগবানপুর থানার ওসি মনোজ ওঝা জানিয়েছেন, ধৃতদের মধ্যে সেখ রেজাউলের বাড়ি প্রতিবেশী রাজ্য ঝাড়খন্ডের

রাউরকেল্লায়। বাকি দুই জনের মধ্যে রাজু হাজরার বাড়ি হুগলি জেলার চন্দননগরে এবং অনন্ত জানার বাড়ি এই জেলার তমলুকে। মনোজ বাবু আরও জানিয়েছেন, এদের থেকে একটি দেশী পিস্তল, একটা সাবলসহ ডাকাতির কাজে ব্যবহার করার কিছু সামগ্রী উদ্ধার হয়েছে। কাঁথি মহকুমা আদালত ধৃতদের জামিনের আবেদন খারিজ করে ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে। অপরদিকে ডাকাতির আগেই দুষ্কৃতীদের ধরে ফেলায় ভগবানপুর পুলিশের প্রশংসা করেছেন এলাকার অধিবাসীরা।

পাঁশকুড়ায় ডাল বীজ বিতরণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, পাঁশকুড়া ঃ ধানের পর এবার ডাল চাষের প্রসার বাড়াতে জাতীয় সুরক্ষা মিশন প্রকল্পে কৃষকদের মুসুরডাল বীজ বিতরণ করলো কৃষি দফতর। সোমবার পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পাঁশকুড়া ব্লকের সংশ্লিষ্ট দফতর থেকে কৃষকদের হাতে বীজ তুলে দেওয়া হয়। পাঁশকুড়া ব্লকের সহ কৃষি অধিকর্তা স্বপন মাইতি জানিয়েছেন, এই রাজ্যের চাহিদা পূরণে যাতে অন্য রাজ্যের উপর নির্ভর করতে না হয় তার জন্য তৈল বীজ ও ডাল শস্য উৎপাদনে জোর দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। তাই কৃষকদের তৈল বীজ ও ডাল উৎপাদনে উৎসাহী করা হচ্ছে কৃষি দফতর থেকে। স্বপনবাবু জানিয়েছেন, সেই উদ্যোগকে সফল করতেই সোমবার তাঁর ব্লকের হাউর পঞ্চায়েত এলাকার ৭৫০ জন কৃষকের হাতে উন্নত প্রজাতির ৪ কেজি করে মুসুরডালের বীজ তুলে দেওয়া হয়েছে। জানিয়েছেন, এই প্রকল্পে চাষের জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধ তুলে দেওয়া হবে। রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন কৃষকরা।

মেছেদায় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সনাতন ব্রাহ্মণ ট্রাস্টের এক অনুষ্ঠানে পরিবহনমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

নকল ধান বীজ বিক্রি ঃ গ্রেফতার দুই ব্যবসায়ী

নিজস্ব সংবাদদাতা, পটাশপুর ঃ এক বেসরকারি কোম্পানির প্যাকেট নকল করে ধান বীজ বিক্রি করার অভিযোগে দুই ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করল পুলিশ। ধৃত কালীপদ সাউ ও গোপাল সাউ সহদর ভাই। রবিবার রাতে পটাশপুরের চকরেখা গ্রাম থেকে এদের গ্রেফতার করে পুলিশ। ঘটনার জেরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পটাশপুর থানা সূত্রে জানা গেছে, চকরেখা গ্রামের অধিবাসী এই দুই ভাইয়েরই পটাশপুরের খিদিরপুরে একটি বীজের দোকান আছে। অভিযোগ, এই দোকান থেকে পটাশপুরসহ পার্শ্ববর্তী জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সংলগ্ন এলাকার কৃষকদের একটি নামি কোম্পানির নাম করে নকল ধান বিক্রি করতো কালীপদ সাউ ও গোপাল সাউ। স্থানীয়দের থেকে অভিযোগ পেয়ে এই বেসরকারি কোম্পানির পূর্ব মেদিনীপুর জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক পাঁশকুড়ার অধিবাসী যুগলকিশোর বেরা তদন্তে নেমে ঘটনার সত্যতা জানতে পারেন। জানা গেছে, এরপরেই রবিবার পটাশপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন যুগলকিশোর বেরা। অভিযোগ পাওয়ার পরেই পুলিশ এই ব্যবসায়ী দুই ভাইকে গ্রেফতার করে। ধৃতদের সোমবার কাঁথি মহকুমা আদালতে হাজির করে পুলিশ। বিচারক দুজনের জামিনের আবেদন খারিজ করে দেন। এদের মধ্যে গোপাল সাউকে ১৪ দিনের জেল হেফাজতে পাঠানোও ঘটনার তদন্তের প্রয়োজনে কালীপদ সাউকে পুলিশি হেফাজতে পাঠিয়েছে আদালত। জানা গেছে, ধৃতদের দোকান থেকে অভিযোগকারী সংস্থার ধানের বীজ ভর্তি কয়েকটি নকল প্যাকেটও উদ্ধার করেছে পুলিশ।

বাঙালির থালায় নতুন মাছ তুলে দেওয়ার উদ্যোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, হলদিয়া ঃ মাছপ্রিয় বাঙালির খাবারের থালায় নতুন নতুন মাছ তুলে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্যের মৎস্য দফতর। আর সেই উদ্যোগকে সফল করতে মৎস্যজীবীদের পতিত পুকুর সদ্ব্যবহার করার অভিনব প্রশিক্ষণ দিচ্ছে হলদিয়া মৎস্য দপ্তর। বাড়ির মহিলাদের সচেতন করতে মাছ চাষের দেড় মাসব্যাপী সাপ্তাহিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে হলদিয়া ব্লকে। এই শিবির সোমবার পরিদর্শন করলেন রাজ্যের মৎস্য দপ্তরের অতিরিক্ত মৎস্য অধিকর্তা ডঃ মধুমিতা মুখার্জী। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার হলদিয়া ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতে থেকে পঞ্চাশ জন মহিলাকে ছয় সপ্তাহব্যাপী মাছ চাষের হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। উদ্দেশ্য, এলাকার পতিত জলাশয়গুলি মাছ চাষের আওতায় নিয়ে আসা। আর এই প্রশিক্ষণ শিবিরে কলকাতা থেকে রাজ্য মৎস্য দপ্তরের অতিরিক্ত মৎস্য অধিকর্তা মধুমিতা মুখার্জী এলেন এবং গ্রামীণ মহিলাদের স্বনির্ভরতা ও বিকল্প আয়ের সন্ধান দিতে বিশেষ প্রশিক্ষণ দিলেন তিনি। বাড়ির মহিলাদের সংসারের কাজ সেরে নিজেরা যাতে স্বনির্ভর হয়, তারাও যাতে পরিবারের খরচে র জন্য হাত বাড়িয়ে দিতে পারে সেই কারণে। একই সাথে এলাকার পতিত গৃহস্থ পুকুর সদ্ব্যবহার করে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে মাছ চাষ করলে সার্বিক মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। কেরালা রাজ্যের স্টেট ফিস 'কারিমীন' মাছের চাষ শুরু করেছেন এই মহিলারা। মহিলাদের মাধ্যমে এই মাছ চাষের প্রসার ঘটছে। এটা মিস্টি ও নোনোজলের পুকুরে চাষ করা যায়। হলদিয়া ব্লকের মৎস্য সম্প্রসারণ আধিকারিক সুমনকুমার সাহু জানান যে, পার্ল স্পট, সাধারণত কেরালায় 'কারিমীন' নামে পরিচিত একটি আদিবাসী মাছ যা মহাদেশীয় উপদ্বীপের পূর্ব ও দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় উপকূল বরাবর পাওয়া যায়। এটি কেরালার রাষ্ট্রীয় মাছ বা স্টেট ফিস। মহিলাদের ধারা পতিত পুকুরকে সঠিকরূপে ব্যবহার করা এবং সাথে এই নতুন ধরণের মাছের চাষ এলাকায় দারুণ উৎসাহের সৃষ্টি করেছে।

টায়ার-টিউব ভর্তি পিকআপ ভ্যান পাকড়াও

নিজস্ব সংবাদদাতা, এগরা ঃ হাওড়ার উলুবেড়িয়া থেকে পশ্চিম মেদিনীপুরের খড়গপুরে পিকাপভ্যানে চোরাই টায়ার ও টিউব পাচার করার পথে এগরায় পুলিশের হাতে ধরা পড়ে গেল। রবিবার রাতে এগরার দিঘা মোড়ে এই পিকাপভ্যানটিকে আটক করে পুলিশ। গ্রেফতার করেছে দুইজনকে। ধৃতরা হল শীপুরের মনোজ হাজরা ও বিহারের অধিবাসী গোলাম মুস্তাফা। এগরা পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, তাঁরা গোপন সূত্রে জানতে পারেন উলুবেড়িয়া থেকে একটি পাচার চক্র পুরানো টায়ারের মাঝে চোরাই টিউব ঢুকিয়ে খড়গপুরে পাচার করে দেবার চেষ্টা করছে। এরপরেই পুলিশ অভিযান চালিয়ে এই পিকাপভ্যানটিকে আটক করে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতরা গাড়িতে থাকা সামগ্রীর কোন বৈধ কাগজ দেখাতে পারেনি। তারপরেই এদের গ্রেফতার করা হয়েছে। সোমবার ধৃতদের কাঁথি মহকুমা আদালতে হাজির করা হলে বিচারক জামিনের আবেদন খারিজ করে ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

শীত পড়তেই ঘাটালে ভিনদেশী পরিযায়ীর আগমন

নিজস্ব সংবাদদাতা, ঘাটাল ঃ শীত পড়তেই ঘাটালে ভিনদেশী পরিযায়ীর দল। ঘাটাল শহর লাগোয়া হরিসিংহপুর ঝিলে গত চার বছর ধরে আসছে পরিযায়ী পাখির দল আর তা দেখতেই প্রতিদিন বিকালে মানুষ ভিড় জমাচ্ছেন। বিশাল এই জলাশয় সাথে পার্শ্ববর্তী একটি পার্ক, ঝিল সংলগ্ন এলাকায় ক্রমে বেড়েছে নানাধরণের দোকান শুধু ঘাটালবাসীর কাছেই নয় এই এলাকাটি ক্রমেই ঘাটাল ছাড়িয়ে বাইরের পর্যটকদের কাছে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে। জল-জঙ্গল ঘেঁষা ঘাটালের হরিসিংহপুরের নির্জন মনোরম প্রকৃতিতে বিগত

কয়েকবছর ধরে পরিযায়ীরা শীতকালের অতিথি। পাখিগুলি দেখতে ছোট হাঁসের মতো।গায়ের রং ধূসর বাদামি আর ঠোঁট চ্যাপ্টা। এই ধরণের ভিনদেশী পরিযায়ী পাখির আগমন পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মধ্য ঘাটাল ছাড়া অন্য কোথাও মেলাভার। ঘাটাল পৌরসভার ১৩ নং ওয়ার্ডের এই ঝিলটিকে পরিযায়ী পাখিরালয় হিসাবে গড়ে তুলতে পৌরসভার তরফ থেকে ভাবনাচিন্তাও শুরু করা হয়েছে। ঘাটাল পৌরসভার চেয়ারম্যান বিভাস ঘোষ জানান, এই ঝিলে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখিদের আসা-যাওয়া দেখতে ভিড় জমাচ্ছেন বিভিন্ন জেলার পর্যটকরাও পাখিদের যাতে কোনও পর্যটক বা স্থানীয়রা ক্ষতি না করতে পারেন তার জন্য কড়া নজরদারির ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে, খুব শীঘ্রই ঝিলের কাছে, পার্শ্ববর্তী পার্কের সামনে নির্দেশাবলীসহ একটি নোটিশ লাগানোর ব্যবস্থা করা হবে। সামনেই বড়দিন আসছে, এই এলাকায় অনেকেই পিকনিক করতে আসেন। পরিযায়ীদের অসুবিধার কথা ভেবে সামনের পার্কটিতে তারোস্বরে যাতে মাইক বাজানো না হয় সে বিষয়েও কঠোর উদ্যোগ নেওয়া হবে। স্থানীয়রা বলেন, ঠিক দুপুরের সময় ঝাঁকে ঝাঁকে পাখিরা ঝিলে নেমে যায় আবার সন্ধ্যায় একটু আগে দল বেঁধে উড়ে যায়, কয়েক বছর ধরে স্থানীয়দের ব্যবসাও বেশ ভালোই চলছে কারণ, বাইরে থেকে আসা পর্যটকের দল কয়েকঘন্টা কাটিয়ে যান এখানে।পরিযায়ী দেখতে সামনের ক্রিস্টমাসের উৎসবে আরও পর্যটকের ঢল নামার জন্য মুখিয়ে স্থানীয় বাসিন্দা থেকে ব্যবসায়ী সকলেই।